FEB. 1 2001
ভোরের কাগজ
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংসদ ? প্রশ্নোত্তর

'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে মহিলা কোটা হ্রাস করা হবে না'

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা হ্রাস করার প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়। তবে মহিলা প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির পরিবর্তে এইচএসসি নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

জাতীয় সংসদের গতকালের বৈঠকে সরকারি দলের সাংসদ আব্দুল লতিফ মীর্জার উত্থাপিত মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিয়োগে মহিলা কোটা হ্রাস করা নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত সরকারের নীতির পরিপন্থী। তাছাড়া বিদ্যমান কোটা হ্রাস করলে নারী সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, বিশ্ব সমাজে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।

'৭১ বিধিতে উত্থাপিত এ নোটিশে আব্দুল লতিফ মীর্জা বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯২ সালে মহিলাদের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ কোটা নির্ধারণ এবং মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এতে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ প্রার্থী শিক্ষকতায় সুযোগ পাচ্ছে না। সমাজে বেকারত্ব বাড়ছে, বাড়ছে সন্ত্রাস। তাই মহিলাদের কোটা হ্রাস এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এইচএসসি এবং মৌখিক, লিখিত পরীক্ষার পৃথক ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এ নোটিশের ওপর বিবৃতি প্রদানকালে সতীশ চন্দ্র রায় বলেন, এ কোটা চালু থাকলেও কম মেধাসম্পন্ন মহিলাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই। তাদেরকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই চাকরি পেতে হচ্ছে। তাছাড়া শুধু এসএসসি পাস নয়, উচ্চ ডিগ্রিধারী মহিলারাও প্রতিযোগিতা করে শিক্ষক পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, তবে ভবিষ্যতে শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির পরিবর্তে এইচএসসি নির্ধারণের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।